SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department Of Philosophy

বিষয় :- উপযোগবাদ(Utilitarianism)

PowerPoint Presentation By
LAXMAN DUTTA

উপযোগবাদের প্রবক্তা ও মূল বক্তব্য

প্রবক্তা :- উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজ সংস্কারক জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল পরসুখবাদ বা উপযোগবাদের প্রধান প্রবক্তা
ছিলেন।

মূল বক্তব্য :- উপযোগবাদ অনুসারে যে কাজ বহুজনের সুখ প্রদায়ক
তাই হল ভালো বা উচিত , কেননা তা উপযোগী ; আর যে কাজ বহুজনের সুখ প্রদায়ক নয় তা হল মন্দ বা অনুচিত , কেননা তা উপযোগী নয় ।

অর্থাৎ উপযোগবাদের সারকথা হল - সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ সাধন করা।

উপযোগবাদে নীতিসংক্রান্ত তিনটি মূখ্য প্রশ্নের উত্তর

(১) 'উচিতকর্ম' বলতে কী বোঝায় ?

যে কাজের পরিণাম নৈতিক দিক থেকে মূল্যবান তাই হলো 'উচিতকর্ম'।

(২) কোন কাজের পরিনামকে 'মূল্যবান' বলা হবে ?

সুখই একমাত্র স্বতঃমূল্যবান পদার্থ। কাজেই যে কাজের পরিণাম সুখজনক তাই হল 'মূল্যবান'।

(৩) কি প্রকার সুখকে নৈতিক আদর্শরূপে গ্রহণ করা হবে ?

'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই' হল নৈতিক আদর্শ।

বেন্থামের সুখবাদ

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদী রূপে বেন্থামের অভিমত :-

মানুষের প্রকৃতি মানুষকে সুখ ও দুঃখ এই দুটি সাম্রাজ্যের অধীন করে রেখেছে, যেখানে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হলো, দুঃখকে পরিহার করে সুখের অন্বেষণ করা।

আত্ম সুখবাদী রূপে বেন্থামের অভিমত :-

মানুষ স্বভাব বশতই কেবল তার নিজের সুখ কামনা করে,অপরের সুখ কামনার মধ্য দিয়েও তার নিজের সুখের দাবি প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ নিজের স্বার্থই মানুষের কাছে পরমার্থ।

বেন্থামের উপযোগবাদ

মনস্তাত্ত্বিক আত্মসুখবাদ থেকেই বেন্থাম তাঁর নৈতিক পরসুখবাদ বা উপযোগবাদে উপনীত হয়েছেন।

উপযোগবাদী রূপে বেন্থামের অভিমত :-

মানুষ যদিও স্বভাববশে নিজের সুখ কামনা করে, তথাপি মানুষের উচিত 'সর্বাধিক মানুষের সুখ' কামনা করা। অর্থাৎ পরসুখই হল নৈতিক বিচারের মানদণ্ড।

যে কাজ বহুজনের সুখ উৎপাদনে উপযোগী তা ভালো কাজ , আর যে কাজ ঐ প্রকার সুখ উৎপাদনে উপযোগী নয় তা মন্দ কাজ। অর্থাৎ সুখ উৎপাদনের উপযোগিতাই হল নৈতিক বিচারের মানদণ্ড।

বেন্থামের স্থূল বা অসংযত উপযোগবাদ

বেন্থাম বলেন, বিভিন্ন সুখের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই, কেবল পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে, দৈহিক সুখ ও মানসিক সুখের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। কারণ দৈহিক সুখকে আমরা যেমন 'সুখ' বলি, তেমনি মানসিক সুখকেও 'সুখ' বলি। অর্থাৎ, সুখের মূল্য বিচার কেবল সুখের পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন সুখের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য স্বীকার না করার জন্যই বেন্থামের সুখবাদকে **'অসংযত পরসুখবাদ বা উপযোগবাদ'** বলা হয়।

আবার বেন্থামের মতে দৈহিক সুখের পরিমাণ যদি মানসিক সুখের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দৈহিক সুখই কাম্য হওয়া উচিত। এজন্য বেন্থামের পরসুখবাদকে **'স্থূল বা অমার্জিত উপযোগবাদ'**ও বলা হয়।

সুখের গণনা প্রণালী

বেন্থাম সুখের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সুখের সাতটি দিক বা মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। সুখ নির্ধারক এই সাতটি মানদন্ডকে 'সুখের গণনা প্রণালী বলা' হয় । এগুলি হল -

(১) তীব্রতা

(২) স্থায়িত্ব

(৩) নৈকট্য

(৪)নিশ্চয়তা

(৫) বিশুদ্ধি

(৬) উর্বরতা ও

(৭)বিস্তৃতি।

পরসুখবাদের ভিত্তি আত্মসুখবাদ

বেন্থামের পরসুখবাদের ভিত্তি হল আত্মসুখবাদ। কিন্তু আত্মসুখবাদ থেকে পরসুখবাদে যাওয়া যাবে কিভাবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বেন্থাম চার প্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণশক্তি আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে অপরের সুখ কামনা করতে বাধ্য করে। এই চার প্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ গুলি হল :-

1. প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ
2. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
3. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও
4. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ।

Thank You